মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৬৫০

পর্ব-১৭: দণ্ডবিধি (كتاب الحدود)

পরিচ্ছেদঃ ৬. তৃতীয় অনুচ্ছেদ - মদের বর্ণনা ও মধ্যপায়ীকে ভীতিপ্রদর্শন করা

আরবী

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ومقتر. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

বাংলা

৩৬৫০-[১৭] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন এমন প্রত্যেক জিনিস যা নেশা উদ্রেক (আনয়ন) করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ করে দেয়। (আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৩৬৮৬, আহমাদ ২৬৬৩৪, য'ঈফাহ্ ৪৭৩২। কারণ এর সনদে শাহর বিন হাওশাব একজন দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে, اَلْمُقْتِرِ হলো যা পান করলে শরীরকে অবসাদগ্রস্ত করে ফেলে। ত্বীবী বলেনঃ এটা থেকে দলীল প্রমাণ করা যাবে ভাঙ, হাসিস অন্যান্য বস্তু যা বিবেকশূন্য করে তোলে তা হারাম। কারণ হলো তা বিবেককে লোপ করে দেয় আর বর্ণনা হয়ে থাকে যে, একজন প্রভাবশালী লোক মিসরের কায়রোতে আসলো আর হাসিস হারাম হওয়ার ব্যাপারে সে দলীল চাইল। আর এজন্য 'উলামাগণের সমাবেশ হলো সেখানে তদানিন্তন যুগের 'উলামাগণ আসলেন। যায়নুদ্দীন 'ইরাক্বী এ হাদীস দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করলেন উপস্থিত 'উলামাহ্ সবাই আশ্চর্য হলেন। আর 'ইরাক্বী ও ইবনু তায়মিয়্যাহ্ বলেনঃ ইজমা হয়েছেন যে হাসিস হারাম আর যে এটাকে হালাল মনে করবে সে কাফির।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেনঃ হাসিসের সর্বপ্রথম আবিষ্কার হয় হিজরীর ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে যখন তাতার সাম্রাজ্যের প্রকাশ পায়। ('আওনুল মা'বূদ ৬ষ্ঠ খন্ড, হাঃ ৩৬৫০)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68977

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন